খ) ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বাৎসরিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনায় উল্লিখিত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য উদ্ভাবনের নাম ও কার্যক্রমের অগ্রগতির তথ্যঃ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্র|নং | মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের নাম | উদ্ভাবনের নাম | উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | উদ্ভাবন গ্রহনের যৌক্তিকতা | উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা | কার্যক্রমের অগ্রগতি (%) | উদ্ভাবনটি বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হয়েছে? | বাস্তবায়নের জন্য পাইলট কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে কিনা? হয়ে থাকলে তারিখ | সারা দেশে উদ্ভাবনটি বাস্তবায়ন যোগ্য কি না? | ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নাম, পদবি, ফোন ও ইমেইল |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| ০১ | স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয় ।স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। | "ক্লিন হসপিটাল ডে''স্লোগান ঃ হাসপাতাল আমার বাড়ী পরিচ্ছন্ন হাসপাতাল গড়ি | গত ০১/০১/২০১৮ ইং তারিখ দুপুর ১২ ঘটিকায় ভোলা সদর হাসপাতালে তত্ত্বাবধায়কের কক্ষে “ক্লিন হসপিটাল ডে’’ বিষয়ক এক সভা অনুষ্ঠিত হয় । সভায় সদর হাসপাতাল, সিভিল সার্জনের কার্যালয়, নার্সি ইনষ্টিটিউট কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ এবং এনজিও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উপস্থিতিতে ভোলা সদর হাসপাতালকে আরো অধিকতর পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভাপতি ডাঃ রথীন্দ্রনাথ মজুমদার, সিভিল সার্জন, ক্লিন হসপিটাল ডে পালনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সভাপতি মহোদয় ক্লিন হসপিটাল ডে নামক উদ্ভাবনী বিষয়ক বক্তব্য প্রদান কালে বলেন, ক্লিন হসপিটাল ডে পালনের মাধ্যমে হাসপাতাল অধিকতর পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব। যাহার ফলে সেবাগ্রহীতা সরকারী হাসপাতালে চিকিৎসার প্রতি আরো আস্থাশীল হবে । এ বিষয়ে উপস্থিত সকলের ক্লিন হসপিটাল ডে পালোনের সম্মতি দেন এবং প্রতি ইংরেজী মাসের প্রথম রবিবার সকাল ৮.০০ টা থেকে ১২.০০ ঘটিকা পর্যন্ত ”ক্লিন হসপিটাল ডে’’ পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।অতপর ক্লিন হসপিটাল ডে বিষয়ক একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। সকল প্রস্তুতি শেষে গত ৭ জানুয়ারী/২০১৮ইং প্রথম “ক্লিন হসপিটাল ডে” এবং ৪ ফেব্রুয়ারী/ ২০১৮ইং দ্বিতীয় ”ক্লিন হসপিটাল ডে’’ পালন করা হয় । সদর হাসপাতাল, সিভিল সার্জনের কার্যালয়, ও বক্ষ ব্যাধি ক্লিনিকের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ, নার্সিং ইনষ্টিটিউট ভোলা এর কর্মকর্তা/কর্মচারী সহ ছাত্রীবৃন্দ, এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দ এবং উপস্থিত সাংবাদিকবৃন্দ স্বতস্ফূর্ত ভাবে এই ”ক্লিন হসপিটাল ডে’’ কর্মসূচীতে অংশ গ্রহন করেন। ক্লিন হসপিটাল ডে কার্যক্রমের মাধ্যমে ভোলা সদর হাসপাতাল, পূর্বের চেয়ে অনেক পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়। হাসপাতালে আগত রোগী, দর্শনার্থী এবং এলাকার গন্যমান্য ব্যাক্তি বর্গ এই কার্যক্রমের ভূয়সী প্রসংসা করেন।  | ০১। হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতার কাজটি ক্লিনার, ওয়ার্ড বয় ও আয়া কতৃর্ক গতানুগতিক ভাবে চলে আসছে কিন্তু এ পরিচ্ছন্নতার মান সেবা গ্রহীতার কাছে সন্তোষ জনক নয়। ০২ । খাটের কোনায় কিংবা সিড়ির তলায়, দরজা জানালায় দীর্ঘ দিনের জমে থাকা ময়লা আর্বজনা দুর্গন্ধ ছড়ায় এবং সেবা গ্রহীতারা এই দুর্গন্ধময় পরিবেশে চিকিৎসা নিতে অস্বস্তি বোধ করে। এছাড়া দীর্ঘ দিনের ময়লা আর্বজনার মধ্যে রোগ জীবানু বংশ বিস্তার করে যার ফলে রোগীদের মধ্যে নতুন করে সংক্রমনের ঝুকি থাকে। ০৩। ক্লিন হসপিটাল ডে পালনের মাধ্যমে ব্যাপক পরিস্কার পরিচ্ছন্ন অভিযান চালিয়ে হাসপাতালের অভ্যন্তর এবং বহিরাঙ্গন পরিস্কার করা সম্ভব। | ডাঃ রথীন্দ্রনাথ মজুমদার, সিভিল সার্জন, ভোলা | ৭৫% | ২৫০০০/- ( পঁচিশ হাজার টাকা) | না। | হ্যাঁ | মোঃ সোলাইমান, জুনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা, সিভিল সার্জন অফিস, ভোলা।০১৭১৫৩৪৭১৩১solay man151965@gmail.com |